

কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "কোরআনে বর্ণিত ইউসুফের ঘটনা ৫"

সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েছে ইউসুফের ঘটনা। এ সূরাতে ১১১ টি আয়াত রয়েছে। কোরআনে ধারাবাহিকতা অনুসারে ১১১ টি আয়াতকে ইউসুফের ঘটনা ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত, ১৫ টি ছোটো ছোটো খন্ডে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রতিটি খন্ডে প্রথমেই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে আল্লাহ তা'য়ালার ইউসুফের ঘটনা থেকে কি শিক্ষা গ্রহন করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইউসুফের ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো রাসূল (স:) এর সাথে সে ব্যবহার করেছিল। ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

যে ভাইকে অন্য ভাইয়েরা চরম নির্দয়ভাবে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিলো, সেই ভাইয়ের পদতলেই পরবর্তী সময় নিজেদের সাঁপে দিতে হয়েছিল। অন্য ভাইয়েরা ইউসুফকে (তখন মিশরের অধিপতি) বলেছিলো:



অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বললঃ হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপরিপূর্ণ পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (সূরা ইউসুফে ১২:৮৮)

যখন ইউসুফের (মিশরের অধিপতি) পরিচয় ভাইদের কাছে প্রকাশিত হলো, তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলো। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে ইউসুফ বলেছিলো:



সে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
(সূরা ইউসুফে ১২:৯২)

ঠিক তেমনি, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (স:) কুরাইশদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন (কুরাইশরা তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল) তোমরা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? তখন ইউসুফের মতো রাসূল (স:) বলেছিলো: আজ তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নয়, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হোল।

আযীযে মিশরের স্ত্রী ইউসুফকে জেদা করার আহ্বান করেছিল, সে রাজি না হওয়ায় তাকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করেছিলো সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু সে ইউসুফের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছার পথ পরিষ্কার করেছিল, এবং নিজের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য লজ্জায় মাথা অধোবদন হতে হয়েছিল।

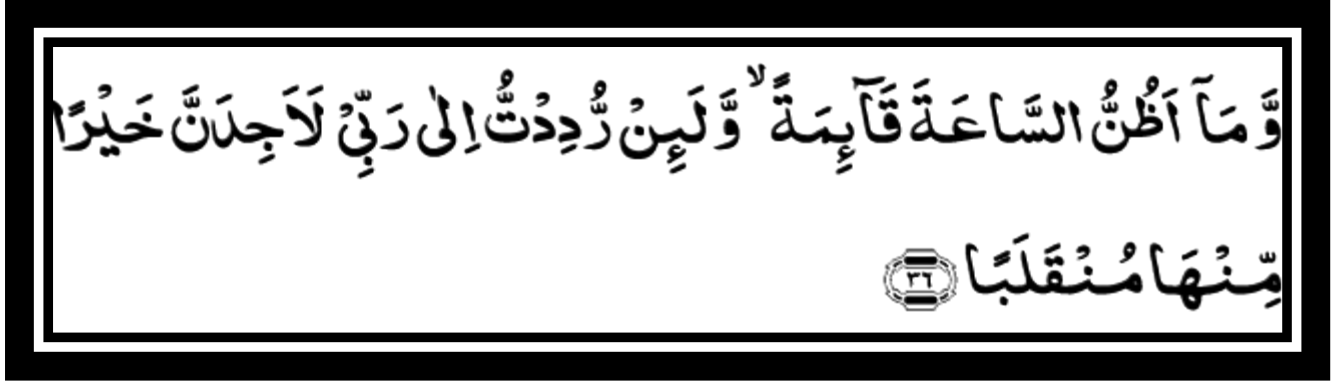
বালক ইউসুফকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ৯ বছর কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। ইউসুফ ৩০ বছর বয়স থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তার শাসনকালে ১০ম বছরে পিতা ও ভাইদেরকে মিসরে নিয়ে আসেন।

ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা "তৌইল আল-আহাদিথ" অর্থাৎ সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং সত্য পর্যন্ত পৌঁছার জ্ঞান দান করেছেন। এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়।

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১. আর তার (ইউসুফের) সাথে প্রবেশ করে দুই যুবক (রাজ কর্মচারী)। তারা দু'জনই তাদের স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেয়ার জন্য ইউসুফকে অনুরোধ করে।



তঁার সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বললঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আঙ্গুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি। অপরজন বললঃ আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদের কে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। (সূরা ইউসুফে ১২:৩৬)

২. ইউসুফ বললো, আমি স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেব, তবে তোমরা আমার কয়েকটি জরুরি কথা শুনো। আমি বর্জন করেছি আমাদের জাতির সেই সব লোকদের মত ও পথ, যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী।



তিনি বললেনঃ তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (সূরা ইউসুফে ১২:৩৭)

৩. আমি (ইউসুফ) অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মতাদর্শ, সেই আদর্শ হলো, আমরা আল্লাহর সাথে কারো কোনো অংশীদারিত্ব আরোপ করতে পারি না।



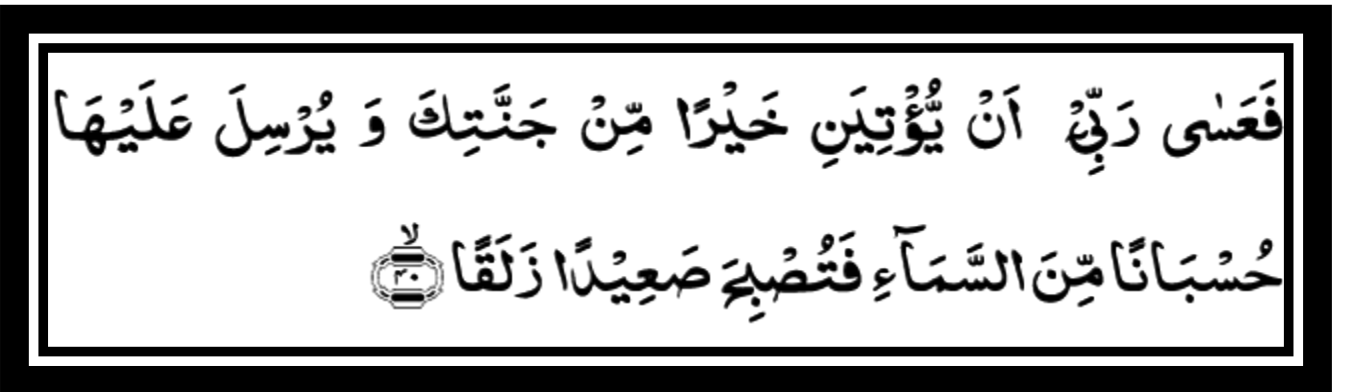
আমি আপন পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (সূরা ইউসুফে ১২:৩৮)

৪. হে আমার কারা-সাহীরা, তোমরাই বলো, বহু সতন্ত্র দুর্বল-অক্ষম খোদা ভালো, নাকি এক দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য মহান আল্লাহ ভালো?



হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (সূরা ইউসুফে ১২:৩৯)

৫. তিনি (আল্লাহ) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তার ছাড়া কারো ইবাদত করো না। এটাই জীবন-যাপনের সরল সঠিক পথ।



তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(সূরা ইউসুফে ১২:৪০)

৬. তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য হলো, তোমাদের একজন চাকরিতে ফিরে গিয়ে নিজের মনিবকে মদ্যপান করাবে, আর অপরজনকে শূলবিদ্ধ করা হবে।



হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখী আহাির করবে। তোমরা যে, বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

(সূরা ইউসুফে ১২:৪১)

৭. দুই কারা-সাথির মধ্যে যে মুক্তি পেয়ে যাবে বলে ইউসুফ মনে করলো, সে তাকে বললো, তোমার মনিব (রাজার) সাথে আমার কথা আলোচনা করো।



যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল, আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।

(সূরা ইউসুফে ১২:৪২)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা নিজেরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান এনে সৎকাজ করি এবং আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন অন্যদেরকে দাওয়াত দেই, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। যেমনি ইউসুফ আলাইহিস সালাম করা অভ্যন্তরেও কারা-সাথীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন এক আল্লাহর ইবাদত করার এবং তার সাথে কাউকে শরিক না করার। আল্লাহ আমাদের শিরকমুক্ত জীবন-যাপন করার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুলু